অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৪১.০৯৩.০০.০০.০০৯.২০১৬-২৮৫ তারিখঃ ২২.১১.২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স নির্বাহী কমিটির'র ৭ম সভার কার্যপত্র প্রস্তুত প্রসঙ্গে।

সূত্র: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের স্মারক নং-৫৬.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০২.১৫-৪৯১ (৪), তারিখ: ০৬.১১.১৬ খ্রি:

উপযুর্ক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের প্রযোজ্য অংশে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন **আগামী ০২ (দুই) কার্য দিবসের মধ্যে প্রশাসন-৪ অধিশাখায় আবশ্যিকভাবে** প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

২২ ১১ ২০১৬

(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (পরিবার কল্যাণ ও কার্যক্রম/আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট/জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য/হাসপাতাল/শৃঙ্খলা ও নার্সিং/উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা/প্রশাসন), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট/ নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর/নিপোর্ট), ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৭. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৮. ওয়ার্কসপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
৯. সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা(ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

জ্ঞাতার্থে:

০১. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আইসিটি টাওয়ার (৫ম তলা), আগারগাঁও, ঢাকা
আইসিটি পলিসি শাখা

নং-৫৬.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০২.১৫- ৪৯১(৪) তারিখ:-০৬/১১/১৬ খ্রি.

বিষয়: "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স নির্বাহী কমিটি'র ৭ম সভার কার্যপত্র প্রস্তুত প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স নির্বাহী কমিটি'র ৭ম সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণের জন্য মাননীয় মুখ্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাটি নভেম্বর- ২০১৬ এর ২য়/৩য় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার করণীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট অংশের ছায়ালিপি এ সাথে সংযুক্ত করা হল।

০৩। উপরোক্ত বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে সফটকপিসহ) ১০/১১/২০১৬ এর মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তি: ...৭.... পাতা।

মোঃ মনিরুল ইসলাম
উপসচিব
মোবা: ০১৮৮২৪০৬৪৮২
ইমেইল: ictdivision.policy@gmail.com

সচিব
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:
১। সচিবের একান্ত সচিব, সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
২। অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
অতিঃ সচিব (প্রশাসন মহোদয়ের দপ্তর)
ডাইরী নং............তারিখ.............
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) ২৭০৭
যুগ্ম সচিব (পার) ১০/১১
উপ-প্রধান (যুগ্ম সচিব) HRM
উপ সচিব.....................
সিঃ সঃ সচিব...................
সহকারী সচিব...................
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা.............
অন্যান্য.........................
অতিঃ সচিব প্রশাসন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বিসিসি ভবন (৫ম তলা), আগারগাঁও, ঢাকা।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" এর ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
সভার স্থান	: চামেলী সভাকক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	: ০৬.০৮.২০১৫ খ্রি.; সময়: সকাল ১১:০০ টা
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট- "ক"

সভার শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং লাখো শহীদের ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" কমিটির সভা শুরু করেন। কমিটি গঠন হওয়ার পর হতে এ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা ও অগ্রগতির বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার যাত্রা শুরু করেছিল ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জনগণ বিভিন্ন ধরনের নাগরিক সেবা প্রাপ্তিতে তার সুফল ভোগ করছে। বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে বিধায় বাংলাদেশ আজ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে। জনগণ আজ স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য-সেবা পাচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে দুর্নীতি হ্রাস ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন জনমানুষের কল্যাণ করাই ছিল জাতির পিতার রাজনীতির একমাত্র ব্রত। কিন্তু বাঙ্গালি জাতি যখন তাঁর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক মুক্তি ও একটি সুন্দর জীবন পাওয়ার প্রত্যাশায় যাত্রা শুরু করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সালে তাঁকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে জাতির আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার জাতির জনকের সেই স্বপ্ন নিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জন্য কাজ করা এবং মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাই তাঁর সরকারের রাজনীতি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল তা বর্তমানে অত্যন্ত গতিশীল ও বাস্তব রূপ লাভ করেছে। ডিজিটাল সেন্টারগুলো প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে সেবা দিয়ে আসছে এর ফলে জনগণের হয়রানি দূর হয়েছে, অফিসে কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোপরি সরকারের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে যাতে কোন ডিজিটাল বৈষম্য সৃষ্টি না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। তিনি বিগত সভার বাস্তবায়িত কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আরো দ্রুত গতিতে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আগামী দিনগুলোতে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। উল্লেখ্য, সভার শুরুতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ সভা করার সময় প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সকল সদস্যকে স্বাগত জানান।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব সভার কার্যপত্র ও কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ পাওয়ারপয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। আলোচ্যসূচী অনুসারে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত সদস্যগণ আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

০৩। **আলোচ্য বিষয় -১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের ১ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।**

সিদ্ধান্ত:

৩.১: বিগত ০৩ আগষ্ট ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" এর কার্যবিবরণী সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিত করা হয়।

০৪। **আলোচ্য বিষয় -২ : ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ১ম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।**

আলোচনা:

সভায় বিগত ০৩ আগষ্ট ২০১০ তারিখের ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর ১ম সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এর বিভিন্ন মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহ কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প, কর্মসূচিসমূহ

উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত বিষয়ে সদস্যবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ও মতামত প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত

৪.১: ১ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম এবং প্রকল্পসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ ও সংস্থা)

৪.২ : মন্ত্রিসভা বৈঠকে ০৬ জুলাই ২০১৫ তারিখে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত নীতিমালায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ করা আছে। সে আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। আইসিটি বিভাগ বিষয়টি সমন্বয় করবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ ও সংস্থা)

৪.৩ : ডিজিটাল অপরাধ রোধকল্পে আগামী ০৩ মাসের মধ্যে বিটিআরসি সকল অবৈধ/বেনামী/ক্লোন মোবাইল সিম বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং মোবাইল সিমের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও বিটিআরসি)

৪.৪ : টেলিটক লিমিটেড-কে সক্রিয় ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার লক্ষ্যে পিপিপি মডেল অনুসরণ করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.৫ : সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থা আগামী ০৬ মাসের মধ্যে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার নিম্নে সকল ক্রয় ই-টেন্ডারিং সিস্টেমে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল টেন্ডার ডিসেম্বর ২০১৬খ্রি: এর মধ্যে ই-টেন্ডারিং সিস্টেমে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইএমইডি বিষয়টি বাস্তবায়ন করবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ ও সংস্থা)

৪.৬ : যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইট বাংলা ও ইংরেজীতে হালনাগাদকরণ করা হয়নি তারা দ্রুততম সময়ে উভয় ভাষায় ওয়েবসাইট তৈরী করে তা হালনাগাদকরণ অব্যাহত রাখবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরকে বাংলা ভাষার সকল প্রমিতমান বজায় রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

৪.৭ : ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ এর মূল্য গ্রাম পর্যায়ে ভোক্তাদের ক্রয় সামর্থের মধ্যে রাখার জন্য এনটিটিএন, আইএসপি এবং মোবাইল অপারেটরগণের প্রতি নির্দেশনা দিতে বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে। পাশাপাশি সেবার মানও বজায় রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে: বিটিআরসি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

৪.৮ : বাংলা ওসিআর এবং বাংলা করপাস এর ব্যবহার সকল পর্যায়ে উৎসাহিত করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে টেক্সট-টু-স্পীচসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে:তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলা একাডেমী)

০৫। আলোচ্য বিষয়-৩ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অগ্রগতি উপস্থাপন।

আলোচনা:

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হলে সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৫.১: আইসিটি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্প/কর্মসুচি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিবাচক সমর্থন ও সহায়তা দিবে। আইসিটি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
(বাস্তবায়েনে: অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৫.২: সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে এবং ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশনের জন্য সহায়ক নীতিমালা ও বিধিমালা সহজীকরণ করতে হবে।
(বাস্তবায়েনে: অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৫.৩: আইসিটি নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সহায়তা প্রদান করবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

০৬। আলোচ্য বিষয় -৪ : ডিজিটাল গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
ডিজিটাল গভার্ণেন্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:
৬.১: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আগামী এক বছরের মধ্যে National Enterprise Architecture (NEA) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। NEA বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তা নিরসনে বিদ্যমান আইন ও বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নে প্রস্তাব পেশ করবে।
(বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

৬.২: সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নেতৃত্বে একটি কমিটির মাধ্যমে NEA এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ উক্ত কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিবে।
(বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপষিদ বিভাগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৬.৩: বিটিসিএলসহ সংশ্লিষ্ট সকল NTTN অপারেটর দেশব্যাপী স্থাপিত এ ব্যাকবোন নেটওয়ার্কের ২৪/৭ নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।
(বাস্তবায়নে: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

৬.৪: সকল NTTN অপারেটর তাদের দেশব্যাপী বিদ্যমান Transmission Network এর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করবে। এ বিষয়ে বিটিআরসি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
(বাস্তবায়নে: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসি)

৭। আলোচ্য বিষয় -৫ : শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটাল রুপান্তর কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ভিশন বাস্তবায়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ, স্কুল কন্টেন্ট ডিজিটালাইজ করা, ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানসহ কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং সকল শিক্ষার্থীর হাতে ডিজিটাল ডিভাইস পৌঁছানো প্রয়োজন। এ জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা থাকা দরকার মর্মে আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:
৭.১: পর্যায়ক্রমে সকল পর্যায়ের সকল পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.২: সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)

৭.৩: পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন এবং তার সক্রিয়ভাবে ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.৪: সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

৭.৫: পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীর হাতে সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজিটাল ডিভাইস পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৭.৬: শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের জন্য একটি রোড ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি সমন্বয় করবে।
(বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)

৮। আলোচ্য বিষয় -৬ : সাইবার সিকিউরিটি/ডিজিটাল সিকিউরিটি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:

দেশে সাধারণ জনগনের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সাইবার ক্রাইমের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন অত্যাবশ্যক মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৮.১: দ্রুততম সময়ে সাইবার নিরাপত্তা/ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং পাশাপাশি বিদ্যমান আইনগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

৮.২: জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সী দ্রুত গঠন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

৮.৩: অপরাধ তদন্ত ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Controller of Certifying Authority-CCA কার্যালয়ে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেন্সিক ল্যাব স্থাপন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৮.৪: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর সরকার অনুমোদিত Information Security Policy Guideline-2014 অনুসরণ করবে। বিসিসি উক্ত গাইডলাইন অনুসরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ/সহায়তা প্রদান করবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা)

৮.৫: পর্যায়ক্রমে সকল IP Address IPv6 এ রুপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল)

৯। আলোচ্য বিষয় -৭ : হাইটেক পার্ক/ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:

হাইটেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন সংক্রান্ত বিষয় ও আইটি শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় হাইটেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন কাজ ত্বরান্বিত এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

৯.১: কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক সংলগ্ন বিটিসিএল এর ৯৭.৩৩ একর জমি হাই-টেক পার্ক অথরিটি এর অনুকূলে বিনামূল্যে/ টোকেন মূল্যে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

৯.২: দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য হাই-টেক পার্ক অথরিটি এর অনুকূলে বিনামূল্যে/টোকেনমূল্যে সরকারী খাস জমি প্রদান করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা এবং হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ)

৯.৩: বেসরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনে ঋণ হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য হাই-টেক পার্ক অথরিটি এর জন্য বিশেষ বাজেট রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.৪: আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য তথ্য প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশে Offshore Development Center (ODC) স্থাপনে সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.৫: জাপানসহ অন্যান্য উন্নত দেশের বিনিয়োগকারীদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে (G2G, G2B এবং B2B) বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বিনিয়োগ বোর্ড)

৯.৬: সরকারি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের বিদেশ সফরকালীন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির পাশাপাশি উন্নত দেশসমূহের তথ্য প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাংলাদেশে বিনিয়োগের বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বিনিয়োগ বোর্ড)

৯.৭: বাস্তবতার নিরিখে Equity Entrepreneurship Fund (EEF) এর বাস্তবায়ন নীতিমালা ও কৌশল পরিবর্তন ও সহজীকরণ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.৮: আগামী ৩ বৎসরে ICTখাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে প্রত্যক্ষভাবে ৫৭,০০০এবং পরোক্ষভাবে ৪৩,০০০ মোট ১,০০,০০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রেস গ্র্যাজুয়েট এর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এখনই ঢাকা বা ঢাকার আশেপাশে STP স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়)

৯.৯: বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরআকৃষ্ট করতে Industry Promotionবাড়াতে হবে, প্রয়োজনে Lobbyist/Public Relations Firmনিয়োগ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিনিয়োগ বোর্ড)

৯.১০: বিদেশী ই-কমার্স শিল্পসমূহ বাংলাদেশে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই দেশী ই-কমার্স শিল্পের সাথে Joint Venture (50:50)এ ব্যবসা করতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিনিয়োগ বোর্ড বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিনিয়োগ বোর্ড)

৯.১১: তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে সে জন্য Small Capital Stock Exchange (SCSE) গঠন করতে হবে। বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
(বাস্তবায়নে: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন)

৯.১২: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতা ও ভাবমূর্তি বিদেশে তুলে ধরার জন্য (Branding) বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে সে দেশের স্থানীয় উপযুক্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.১৩: যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্যএবং মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশী বাজার সম্প্রসারণে Sales Consultant/ Business Development Consultant নিয়োগ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, Business Promotion Council এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

৯.১৪: ITও ITESসেক্টরে হার্ডওয়্যারকে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং Harmonized System Codes (HS Code) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়েNBRপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.১৫: হাই-টেক পার্কসমূহে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: বিদ্যুৎ বিভাগ)

১০। **আলোচ্য বিষয়-৮ : আইটি ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**

আলোচনা:

ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরী। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

১০.১: প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইসিটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা/রোডম্যাপ প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করবে। (বাস্তবায়নে:সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

১০.২: আইসিটি বিভাগ সকল প্রশাসনিক বিভাগে আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করবে।

১০.৩: শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে।

১০.৪: ইনোভেশন, ডিজাইন ও এক্সেলেন্স একাডেমি এবং আরএনডি সেন্টার (IDEA)এবং জাতীয় আইসিটি প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং সফটওয়্যার ফিনিশিং স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে:বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

১০.৫: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
(বাস্তবায়নে:বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

১০.৬: নারীদের আইটি প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
(বাস্তবায়নে:প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা)

১০.৭: আইসিটির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বনির্ভর করার জন্য বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।
(বাস্তবায়নে:মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়)

১১। আলোচ্য বিষয় -৯ : সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি স্থাপন ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি স্থাপনের লক্ষ্যে বিটিসিএল ও আইসিটি বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সকল কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে ২০১৮ সালের মধ্যে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হবে বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:
১১.১: সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০১৮ সালের মধ্যে কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সাথে স্কুল, কলেজসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতসহ গ্রাম পর্যায়ে 3G নেটওয়ার্কের পরিধি সম্প্রসারণ এবং ইন্টারনেট সংযোগ-প্রদান করতে হবে। এ সকল কার্যক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপে এনটিটিএন অপারেটরসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ডমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিষয়টি মনিটরিং করবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ডমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

১২। আলোচ্য বিষয় -১০ : ইতোমধ্যে স্থাপিত নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি এর স্থায়িত্ব (Sustainability) নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
সরকারি অফিসসমূহে কানেক্টিভিটি স্থাপনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্থাপিত নেটওয়ার্ক-এর স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:
১২.১: সরকারি অফিসসমূহে স্থাপিত নেটওয়ার্ক যথাযথ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ এর জন্য Network Operation Centre (NOC) পরিচালনার উপযোগী দ্রুত নুতন পদ সৃষ্টি এবং জনবল নিয়োগ করতে হবে।
(বাস্তবায়নে: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)
১২.২: অর্থ বিভাগ নেটওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় Transmission Bandwidth এবং Internet Bandwidth এর ব্যয় নির্বাহ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বিসিসি'র অনুকুলে বরাদ্দ প্রদান করবে।
(বাস্তবায়নে: অর্থ বিভাগ)
১২.৩: সংশ্লিষ্ট সকল NTTN Operator যথা: BTCL, Fiber@Home এবং Summit Communications Ltd. আলোচ্য নেটওয়ার্কের সংশ্লিষ্ট কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করবে।
(বাস্তবায়নে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ)

১৩। আলোচ্য বিষয় -১১ : সরকারী বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার সাথে আইসিটি কার্যক্রমের সমন্বয় সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা:
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা হতে আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সু-সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:
১৩.১: আইসিটি সংক্রান্ত যে কোন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের Project Evaluation Committee (PEC) এর সভায় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটির সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থা) ✓

১৩.২: সরকারী দপ্তরসমূহে ডাটা সেন্টার স্থাপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ডাটা সেন্টারের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে। আইসিটি বিভাগ বিষয়টি সার্বিক সমন্বয় করবে। উক্ত কার্যক্রম ডমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি মনিটরিং করবে।

(বাস্তবায়নে: সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থা এবং ডিএনসিসি)

১৪। আলোচ্য বিষয় -১২ : বিবিধ

আলোচনা:

এ পর্যায়ে সভায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

১৪.১: জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রবর্তিত ডিজিটাল সিস্টেমের সাথে সমন্বয়পূর্বক মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।

(বাস্তবায়নে: স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

১৪.২: জমি ক্রয় বিক্রয় সংশ্লিষ্ট জটিলতা নিরসনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত দলিল নিবন্ধন (Deed Registration) প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

(বাস্তবায়নে: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ)

১৪.৩: দেশে পর্যটন শিল্পের প্রসার, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ভ্রমণকারীদের মেশিন রিডেবল ভিসা (MRV) প্রদান করা প্রয়োজন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৪.৪: বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরী কমিশন (বিটিআরসি) ২০১৭ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ নিশ্চিত করতে এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করবে।

সভায় উপস্থিত হওয়া এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১৪/৮/১৫

(শেখ হাসিনা)
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারপারসন
ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স।